স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা ও পদ্ধতি (Health & Safety Policy & Procedure)

ডকুমেন্ট নং (Document No)	ইস্যু তারিখ (Issue Date)	রিভিশন নং (Revision No)	রিভিশন তারিখ (Revision Date)	অনুমোদনকারী (Approved By)

১। সূচনা ঃ গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশে একটি অনন্য রপ্তানীমুখী প্রতিষ্ঠান। গুণগত মানের জন্য এর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। গার্মেন্টস শিল্প থেকে এদেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়ে থাকে। একবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে এই শিল্পের উত্তরোত্তর প্রসার ও ব্যাপ্তি বেশ উৎসাহব্যাঞ্জক। বর্তমানে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতে -------------- Group নিজ গুণ ও কর্ম দক্ষতায় দোদ্বীপ্যমান একটি সক্রিয় গ্রুপ। এই গ্রুপের উত্তরোত্তর উন্নতিকল্পে এবং প্রতিটি ফ্যাক্টরীর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সুন্দর ও নিরাপদ কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে --------- Group কর্তৃপক্ষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আর সেই লক্ষ্যেই একটি সুষ্ঠু ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন এবং তা কার্যে পর্যবসিত করার কোন বিকল্প নেই।

২। **উদ্দেশ্য (Objective)** ---------- Group এর প্রতিটি ফ্যাক্টরীর জন্য একটি সু-পরিকল্পিত বাস্তবতা সম্পন্ন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা। আর সেই লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য গুলো নিম্নে আলোকপাত করা হলঃ

ক) প্রতিটি ফ্যাক্টরীতে ভালো ভাবে কাজ করার একটি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি করা।
খ) প্রতিটি ফ্যাক্টরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।
গ) ফ্যাক্টরীর প্রতিটি ষ্টাফ ও শ্রমিককে স্বাস্থ্য সচেতন করে তোলা।
ঘ) স্বাস্থ্যবিধি মোতাবেক প্রতিটি শ্রমিকের জন্য প্রয়োজনীয় হাসপাতাল, ডাক্তার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
ঙ) ফ্যাক্টরীর প্রতিটি শ্রমিকের জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
চ) অনাকাঙ্খিত বৈদ্যুতিক ও অগ্নি দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত অনুশীলন করা।

৩। **পর্ব** ঃ এই স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিটি দুইটি পর্বে উপস্থাপন করা হবে।
ক) প্রথম পর্ব ঃ স্বাস্থ্য নীতি
খ) দ্বিতীয় পর্ব ঃ নিরাপত্তা নীতি।

প্রথম পর্ব ঃ স্বাস্থ্য নীতি

৪। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধি - ২০১৫ এর বিভিন্ন দিক গুলি বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা আছে। এছাড়াও শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু স্বাস্থ্য বিধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত বিষয় গুলির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক) ডাক্তার ব্যবস্থা ঃ প্রতিদিন ফ্যাক্টরী চলাকালীন সময়ে ফ্যাক্টরীতে কর্মরত ডাক্তার ও নার্স-এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক শ্রমিকদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। তাছাড়া ডাক্তার ও নার্সগণ শ্রমিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষন ও সচেতনতামূলক কর্মশলার আয়োজন করে থাকেন।

খ) প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ ফ্যাক্টরীতে প্রতি ১৫০ জন শ্রমিকের জন্য একটি করে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স রয়েছে এবং প্রতিটি বাক্সে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি মজুদ থাকবে।

১. **জীবানুমুক্ত ব্যান্ডেজ (Sterilized Bandage)** ঃ কোথাও কেঁটে গেলে, ছিঁড়ে গেলে অথবা কোন আঘাতে রক্তক্ষরণ হলে, উক্ত ক্ষত স্থানে জীবানুমুক্ত তুলাতে এন্টিসেপটিক সলুশন বা স্যাভলন লাগিয়ে পরিস্কার করে তারপর এন্টিবায়টিক ক্রিম ক্ষত স্থানে লাগিয়ে ড্রেসিং করার পর ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় , যাহাতে উক্ত ক্ষতস্থানে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় এবং জীবানু প্রবেশ করতে না পারে ।

২. **জীবানুমুক্ত প্যাকেট তুলা (Sterilized cotton Packet)** ঃ জীবানুমুক্ত তুলা শরীরের কোন ক্ষত স্থানে রক্ত বন্ধ করতে এবং ক্ষত স্থান পরিস্কার করতে তুলা ব্যবহার করা হয়, যেমনঃ- কেঁটে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, ছিঁড়ে যাওয়া ইত্যাদি । তরল স্যাভলন তুলাতে লাগিয়ে ক্ষত স্থান পরিস্কার করতে হয় ।

৩. **জীবানুমুক্ত বার্ন ব্যান্ডেজ (Sterilized Burn Bandage)** ঃ শরিরের কোথাও পুঁড়ে গেলে জীবানুনাশক লোশন দ্বারা ক্ষত স্থান পরিস্কার করে বার্ন ওয়েলমেন্ট লাগিয়ে পোঁড়া অংশ ড্রেসিং করার পর জীবানুমুক্ত বার্ন ব্যান্ডেজ দ্বারা বেঁধে দেওয়া হয় ।

৪. **হেবিসল / হেক্সিসল (Habisol/Hexisol)** ঃ শরীরের কোন ক্ষত স্থান ড্রেসিং ব্যান্ডেজ করার পূর্বে প্রাথমিক চিকিৎসকের হাত পরিস্কার করতে এবং জিবানু ধ্বংশ করতে হেবিসল / হেক্সিসল ব্যবহার করতে হয়।

৫. **রেক্টিফায়েড স্পিরিট (Rectified Spirit)** ঃ প্রাথমিক চিকিৎসকের হাত পরিস্কার করতে বা জিবানু ধ্বংশ করতে রেক্টিফায়েড স্পিরিট ব্যবহার করতে হয়।

৬. **সার্জিক্যাল সিজার (Surgical Scissors)** ঃ গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি কাঁটা এবং সার্জিক্যাল কাজে সিজার ব্যবহার করা হয় ।

৭. **বেদনানাশক বড়ি (Painkiller Tablet)** ঃ ব্যাথা বা বেদনা দুর করার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বেদনানাশক বড়ি সেবন করতে হয়।

৮. **এন্টাসিড জাতীয় বড়ি (Antacid Tablet)** ঃ গ্যাসট্রিক থাকলে বা পেটের ভিতরে গ্যসট্রিক এর ব্যাথা অনুভব করলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টাসিড জাতীয় বড়ি সেবন করতে হয়।

৯. **পোঁড়ায় ব্যবহারের মলম (Burn Cream)** ঃ শরিরের কোন জায়গা পুড়ে গেলে এন্টিসেপটিক সলিউশন দ্বারা পরিস্কার করার পর উক্ত স্থান উপশম এবং জীবানুমুক্ত করার জন্য পোঁড়ায় ব্যবহারের মলম (Burn Cream) ব্যবহার করতে হয়।

১০. **চোকের মলম (Eye Cream)** ঃ চোখের ভিতরে কোন ময়লা পড়লে কিংবা চোখ কোন কেমিক্যেল দ্বারা আক্রান্ত হলে চোখ জ্বালাত্বন করলে চোখের মলম ব্যবহার করা হয়।

১১. **শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত এন্টিসেপটিক দ্রবণ (Antiseptic solution for surgical Treatment)** ঃ ইহা ক্ষত স্থান পরিস্কার ও দ্রুত শুকানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

১২. **ওর স্যালাইন (Orl-Saline)** ঃ ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হলে অথবা বমি হলে মানুষের শরীরে পানি স্বল্পতা দেখা দেয় এই পানি স্বল্পতা দূর করার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় ওর স্যালাইন খাওয়ানো হয় ।

১৩. **ফার্স্ট এইড লিফলেট (First-Aid Leaflet)** ঃ ফার্স্ট এইড লিফলেট ফার্স্ট এইড বক্সে রক্ষিত সরঞ্জামসমূহের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জানার জন্য ।

প্রতিটি First Aid Box এ উল্লেখিত ঔষধ পত্রের সাথে তাদের ব্যবহার বিধি লেখা থাকবে। প্রতিটি বাক্সের প্রত্যেক শিফটে দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসায় পারদর্শী শ্রমিকের নাম ও ছবি বাক্সের উপরে থাকবে। ফ্যাক্টরীতে যে কোন অনাকাঙ্খিত দূর্ঘটনায় শ্রমিকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকরা প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করবে।

গ) **এ্যাম্বুলেন্স** ঃ ফ্যাক্টরীর প্রয়োজনে এ্যাম্বুলেন্স-এর বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে। বিকল্প ও তড়িৎ ব্যবস্থার জন্য কোম্পানীর মাইক্রোবাসগুলো প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

ঘ) **পরিস্কার পরিচছন্নতা (ধারা ৫১)** ঃ সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ফ্যাক্টরীর আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্কার পরিচছন্নতা একান্ত প্রয়োজন। ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন সেকশন, সিঁড়ি ও যাতায়াতের স্থান সার্বক্ষণিক পরিস্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সপ্তাহে অন্ততঃ একবার জীবাণু নাশক দিয়ে ধৌত করতে হবে। কর্মস্থলের দেয়াল ও কার্নিশ প্রয়োজনানুযায়ী বছরে অন্ততঃ একবার রং করতে হবে। শ্রমিকদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন স্থানে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত বিভিন্ন লিফলেট টানাতে হবে। বর্জিত দ্রব্য, জঞ্জাল বা নির্গত ময়লা থেকে সর্বদা

ফ্যাক্টরীকে পরিস্কার রাখতে হবে এবং এগুলো ফ্যাক্টরী থেকে পৃথক অগ্নিরোধক বর্জ্য দ্রব্যের জন্য নির্ধারিত ষ্টোরে রাখতে হবে।

ঙ) **আলো, বায়ু চলাচল ও তাপমাত্রা (ধারা ৫২, ৫৭)** ঃ আমাদের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ হলেও গরমের সময় বায়ূ চলাচল (Ventilation) এবং শীতের সময় সহনীয় তাপমাত্রা সংরক্ষণের মাধ্যমে ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের কাজের অনুকুল পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। যাতে করে প্রতিটি শ্রমিক আরামদায়ক পরিবেশে কাজ করতে পারে। সেই সাথে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা কাজের সুষ্ঠু ও প্রয়োজনীয় পরিবেশের সাথে সাথে গুণগত মান রক্ষার ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।

চ) **খাবার পানি (ধারা ৫৮)** ঃ ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পান করার বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করতে হবে। পাত্রে রক্ষিত পানি অবশ্যই টয়লেট এবং বেসিন থেকে কম পক্ষে ২০ ফুট দূরে থাকবে এবং বিশুদ্ধ ও আর্সেনিকমুক্ত খাবার পানি সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি পানির আর্সেনিক পরীক্ষা করতে হবে। পানির পাত্রগুলি ফ্যাক্টরীর বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে রাখতে হবে। যেন শ্রমিকরা সেখানে বসে প্রয়োজনীয় পানি পান করতে পারে। খাবার পানি সরকারী কোন প্রতিষ্ঠান থেকে বছরে ০১ বার পরীক্ষা করাতে হবে।

ছ) **পায়খানা ও প্রস্রাব খানা (ধারা ৫৯)** ঃ ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যার অণুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পৃথক পুরুষ ও মহিলা টয়লেট থাকবে। টয়লেটের বেসিনে ও পানি নির্গমনের স্থানে সুগন্ধি নেপথলিন ব্যবহার করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তোয়ালে, লিকুইড সাবান, বদনা ও ওয়েষ্টেজ পেপার বাস্কেট থাকবে। মহিলা টয়লেটে ঢাকনাযুক্ত ওয়েষ্টেজ পেপার বাস্কেট থাকবে। সার্বক্ষণিক পানির ব্যবস্থা সহ টয়লেটে ফ্লাশিং সিস্টেম অবশ্যই থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই টয়লেটে পানি জমতে দেয়া যাবে না। কোন নল দিয়ে কোন অবস্থাতেই পানি লিকেজ হতে পারবে না। প্রতিটি টয়লেটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্পিার থাকবে যেগুলো শ্রমিকরা শুধু টয়লেটের ভেতরে ব্যবহার করবে।

জ) **অতিরিক্ত ভীড় (ধারা ৫৬)** ঃ প্রতিটি শ্রমিকের কাজের সুবিধার জন্য কোন অবস্থাতেই যেন অতিরিক্ত ভীড় (Over Crowded) না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিটি শ্রমিকের চারিপার্শ্বে অন্ততঃ ৯.৫ কিউবিক মিটার জায়গা ফাঁকা থাকতে হবে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, টেবিল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এমন ভাবে রাখতে হবে যেন প্রতিটি শ্রমিক প্রয়োজনীয় খোলামেলা পরিবেশে স্বাচ্ছন্দে কাজ করতে পারে।

** উল্লেখিত বিষয় গুলি ছাড়াও ফ্যাক্টরীতে কাজের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পরিমান পিকদানী স্থাপন, ফ্যাক্টরীকে ধুলোবালি মুক্ত রাখা এবং আর্দ্রতা মুক্ত রাখার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সচেতনতার সাথে সাথে প্রতিটি শ্রমিককে এই বিষয়ে জ্ঞান দানের মাধ্যমে সচেতন করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ নিরাপত্তা নীতি।

৫। ফ্যাক্টরীর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের পাশাপাশি ফ্যাক্টরীতে অবস্থিত যন্ত্রপাতি এবং বিশেষ করে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারটি অগ্রাধিকার যোগ্য বিষয়, এ ব্যাপারে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো করনীয় বলে গণ্য করতে হবে।

ক) অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপত্তা ঃ

(১) অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপত্তার জন্য একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নীতি মালা প্রনয়ন করা আছে যা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করতে হবে।

(২) ফ্যাক্টরীর আয়তন অনুযায়ী প্রতি ৫৫০ বর্গ ফুটের জন্য একটি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র থাকবে যে গুলো প্রতিমাসে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং ফ্যাক্টরীর লক্ষ্যণীয় জায়গায় টানানো থাকবে।

(৩) ফ্যাক্টরীর কাজ চলাকালীন কোন অবস্থাতেই ফ্যাক্টরীর নির্গমণ পথ বন্ধ রাখা যাবে না।

(৪) আগুন লাগার সাথে সাথে ফায়ার এ্যালার্ম ও গং বেল বাজাতে হবে।

(৫) মাসে অন্ততঃ একবার অগ্নি প্রতিরোধের অনুশীলনের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে এই অনাকাঙ্খিত দুর্যোগের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

(৬) বহিঃর্গমন পথ ও লেন গুলি হলুদ ও লাল রং দিয়ে স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

(৭) জরুরী বহিঃর্গমন পরিকল্পনা লিখিত ও স্কেচের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য জায়গায় টানাতে হবে এবং সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবার সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

খ) **PPE এর ব্যবহার** ঃ প্রতিটি শ্রমিককে PPE এর ব্যবহার বিধি এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা দিতে হবে যাতে তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগুলো ব্যবহার করতে পারে। বিশেষ করে মুখোশ (Mask), হ্যান্ড গ্লাভস, এয়ার প্লাগ, গাম বুট, গগলস নিশ্চিত করতে হবে। সাথে সাথে এগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) **বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ঃ**

১) সমস্থ বৈদ্যুতিক সংযোগ নিরাপদভাবে করতে হবে।
২) কোথাও কোন খোলা তার, ইনসুলিশন টেপযুক্ত তার থাকবেনা।
৩) কোথাও কোন বাতি ফিউজ হলে তা সাথে সাথে বদলাতে হবে যেন আলোর স্বল্পতা না হয়।
৪) মেইন সুইচ বোর্ড গুলি যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করে সেগুলো সব সময় Accessible (সুগম) রাখতে হবে যেন প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করতে কেউ বাধা প্রাপ্ত না হয়।
৫) মেইন সুইচ বোর্ডের উল্লেখযোগ্য সুইচ গুলোর “ON” এবং “OFF” এর Direction মার্কিং করে রাখতে হবে।
৬) মেশিনের সাথে সংযুক্ত তার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক তার এমন ভাবে বিনস্ত করতে হবে যেন অপারেটরদের স্বাভাবিক কাজ বাধাগ্রস্থ না হয়।
৭) সমস্থ এ্যালার্ম সিস্টেম যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ কেটে দেয়া অবস্থায় এগুলোর বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৮) বিদ্যুৎ চলে গেলে ফ্যাক্টরীতে পর্যাপ্ত আলোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক Emergency Light এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) **বিভিন্ন ষ্টোর ঃ**

১) ফ্যাক্টরীতে অবস্থিত **Fabric** এবং **Accessories Store** সুন্দর ও পরিপাটি করে রাখতে হবে।
২) ষ্টোরে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র রাখতে হবে।
৩) ষ্টোরের র‌্যাক যেন বেশী উঁচুতে না হয়।
৪) ষ্টোরে বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত আলোর ব্যবস্থা থাকবে না।

৬। **উপসংহার ঃ** সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে গার্মেন্টস শিল্পের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে। বাংলাদেশের তৈরি পোষাক শিল্পের মান ইতিমধ্যেই বহিঃ বিশ্বে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে। তাই এই শিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের এই গতিকে ত্বরান্বিত করতে হলে, এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রথমেই দৃষ্টিপাত করতে হবে এর প্রাণ শক্তির দিকে। আর তা হলো এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী। একটি স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ, জান-মালের নিরাপত্তা প্রতিটি শ্রমিক-কর্মচারীকে নিজকর্মে আরো অনুপ্রাণিত করবে, বাড়বে উৎপাদন। আর গর্বের সাথে আমরা বলতে পারবো

প্রস্তুতকারী (Prepared By)	অনুমোদনকারী (Approved By)	অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর (Approval Signature)	সীল (Seal)